ক.নং প্রশ্নের উত্তর

আরোহমূলক লম্ফ, প্রকৃত আরোহ ও প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ উপস্থাপন

আরোহমূলক লম্ফ: আরোহমূলক লম্ফ হলো জ্ঞানা থেকে অজ্ঞানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে, কিছু থেকে সবার উদ্দেশ্যে অনির্দেশ যাত্রার এক ঝুঁকি বা সংকট। এই আরোহমূলক লম্ফ হলো আরোহের প্রাণ বা তাৎপর্য। প্রকৃত আরোহ অনুমানের উদ্দেশ্যই হলো, 'কিছু থেকে সব কিছুতে, জ্ঞানা থেকে অজ্ঞানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে এবং কম সার্বিকতা থেকে অধিক সার্বিকতায়- এরূপ ব্যবধান অতিক্রম করা। অর্থাৎ প্রকৃত আরোহে আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্তের মাঝে এমন কিছু ফাঁক বা ব্যবধান থাকে, যা অন্ধের মতো ঝুঁকি নিয়ে অতিক্রম করাই হলো প্রকৃত আরোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত আরোহে এরূপ ব্যবধান অতিক্রমের প্রক্রিয়াকেই 'Inductive leap'- অর্থাৎ 'আরোহমূলক লম্ফ' বা আরোহমূলক উল্লম্ফন বলে।

প্রকৃত আরোহ: যুক্তিবিদ মিল আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি আরোহমূলক লম্ফনকেই আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই বলা যায়, যেসব আরোহ অনুমানে জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে উত্তরণ এবং 'আরোহমূলক লম্ফ' উপস্থিত তাকে প্রকৃত আরোহ বলে। উদাহরণস্বরূপ, বরফকে যদি তাপ দেওয়া যায় তাহলে বরফ গলে পানি হয়ে যায়, এর কোনো ব্যতিক্রম আমরা কখনো ঘটতে দেখিনি। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, বরফকে তাপ প্রয়োগ করলে বরফ গলে। এ উদাহরণটিকে যদি আমরা একটু ভালো করে চিন্তা করি তাহলে

Scanned with CamScanner

সহজেই বোঝা যাবে, কয়েকটি জানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই আলোচ্য উদাহরণটি একটি প্রকৃত বা যথার্থ আরোহের আরোহের উদাহরণ।

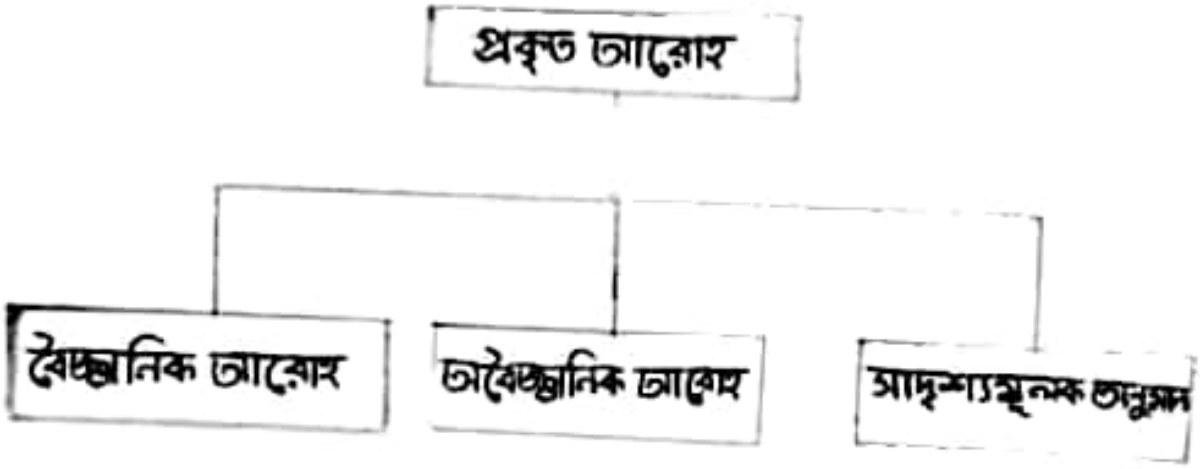

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদঃ প্রকৃত বা যথার্থ আরোহকে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য আরোহমূলক লক্ষ উপস্থিত, এগুলো হচ্ছে- ১. বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান, ২. অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান ও ৩. সাদৃশ্যমূলক আরোহ অনুমান।

স্বঃ নঃ প্রশ্নের উত্তর

বৈজ্ঞানিক আরোহঃ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য স্থাপন করা হয়, তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমনঃ শ্যাম, তাপিচা, রাম, জয় প্রমুখ মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার নীতির উপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপন করি যে, সব মানুষ হয় মরণশীল।

Scanned with CamScanner

অবৈজ্ঞানিক আরোহঃ কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করে কেবল কয়েকটি অবাধ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার সাধ্যমে শুধু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার নীতির উপর নির্ভর করে যে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়, তাকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমনঃ যতদূর আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে, আমরা শুধু 'কালো রঙের কাকই' দেখেছি। অন্য কোনো রঙের কাক দেখেনি। সুতরাং অবাধ ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, 'সব কাক হয় কালো'।

গ. নং প্রশ্নের উত্তর

বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ যেসব সাদৃশ্য ধরা পড়ে সেগুলো নিচে দেওয়া হলো:-

১) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার আরোহ প্রকৃত আরোহের অর্ন্তভুক্ত। উভয় প্রকার আরোহেই আরোহাত্মক লাফ উপস্থিত এবং উভয়েই জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত সত্যে উত্তরণ করে।

২) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক - এ উভয় প্রকার আরোহেই আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করি।

৩) বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়ই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মানুমানুবর্তিতায় বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই উভয় আরোহে কিছু থেকে সামান্য গমন করা সম্ভব হয়।

Scanned with CamScanner

④ বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার আরোহের সিদ্ধান্ত সার্বিক যুক্তিবাক্য। বৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রক্রিয়ায়ও অভিজ্ঞতালব্ধ গণিত দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে একটি সার্বিক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে উপরিউক্ত সাদৃশ্য-সমূহ লক্ষ করা গেলেও মূলত এদের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এসব বৈসাদৃশ্য নিচে আলোচনা করা হলো:-

① সদর্থক ও নঞর্থক যুক্তিবাক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে: অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কয়েকটি সদর্থক দৃষ্টান্ত দেখে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ বা যাচাই-বাছাই করে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

② প্রক্রিয়া ভেদাভেদের ক্ষেত্রে: বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়ায় নিরাকরণ পদ্ধতি ছাড়াও সংজ্ঞা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রকল্প গঠন ও প্রকল্পের প্রমাণ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরগুলো অতিক্রম করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না, শুধুমাত্র অবাধ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এবং কয়েকটি সদর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

Scanned with CamScanner

③ সতর্কতা গ্রহণের ক্ষেত্রেঃ বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে তথ্য সতর্কতার ভিত্তিতে অনুমান করা হয়। তাছাড়া যেহেতু এ অনুমান কার্যকারণ নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কারণে এ অনুমান সম্পূর্ণ নিশ্চিত। অন্য দিকে, অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আংশিক বা অল্প অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেইজন্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকার ফলে সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য হয়।

④ পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেঃ বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টান্তগুলোকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে তবেই আশ্রয়-বাক্য হিসেবে গ্রহণ করি। অন্যদিকে, অবৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্যগুলোর সত্যতা পরীক্ষা না করে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

⑤ পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রেঃ বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয় অপসারণ বা নিরাকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে, অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়ায় এরূপ কোনো পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণ না করেই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Scanned with CamScanner

⑥ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের ক্ষেত্রেঃ বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের ভিত্তিতে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। অন্যদিকে, অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়ায় কেবল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ভিত্তিতে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় কার্যকারণের নিয়মের কোনো মূল্যই নেই উক্ত অনুমানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কয়েকটি সাদা রঙের হাঁস দেখে আমরা অনুমান করি 'সব হাঁস হয় সাদা'। এক্ষেত্রে 'হাঁস' এবং 'সাদা' বর্ণের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নেই এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

⑦ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেঃ বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়াটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সরল প্রক্রিয়া। সাধারণ লোকজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনুমান করে থাকে।

⑧ ব্যবহারের ক্ষেত্রেঃ অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এ প্রক্রিয়াটি সাধারণ লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকরা ব্যবহার করে থাকে। অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত প্রমাণের কোনো চেষ্টা করা হয় না। আর বৈজ্ঞানিক আরোহে স্থাপিত সিদ্ধান্তকে আবার প্রমানিতও করা হয়।

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অবৈজ্ঞানিক আরোহকেও বৈজ্ঞানিক আরোহের মতো প্রকৃত আরোহ অনুমান বলা যায়, কারণ উভয় অনুমানের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়, কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃত বা যথার্থ আরোহ হওয়া সত্ত্বেও একটি দোষমুক্ত আরোহ প্রক্রিয়া বলা চলে না, কেননা অবৈজ্ঞানিক আরোহ সমরূপ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সাধারণ সংশ্লেষক সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনে কোনোরূপ দৃষ্টি আরোপ করেনা।

বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক:

(১) অবৈজ্ঞানিক অনুমান যেমন প্রকৃত আরোহ তেমনি বৈজ্ঞানিক আরোহও প্রকৃত আরোহ।

(২) অবৈজ্ঞানিক অনুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়ের মধ্যেই আরোহের প্রাণ হিসাবে আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান, অর্থাৎ উভয়ই জ্ঞানা থেকে অজ্ঞানায় গমন করে।

(৩) উভয় পদ্ধতিতেই বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কতগুলো সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

(৪) অবৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল উদ্দেশ্য থাকে সিদ্ধান্তকে বস্তুগত সত্য হিসেবে স্থাপন করা, অর্থাৎ বস্তুগত সত্য উভয় অনুমানের লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

ঘ. নং প্রশ্নের উত্তর

জানা থেকে অজানায় গমনই প্রকৃত আরোহের প্রাণ- ধারণাটির যৌক্তিকতা নিরূপণ ও নিজস্ব মতামত উপস্থাপন

আরোহ অনুমানের জানা আশ্রয়বাক্য থেকে অজানা সিদ্ধান্তে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরোহমূলক লম্ফ বলে। যেমন: রায়না, সরিফ, রায়হান নামক ব্যক্তির মৃত্যু দেখে সকল মানুষ হয় মরণশীল এরূপ অনুমান করার প্রবণতা হলো আরোহমূলক লম্ফ। আরোহমূলক লম্ফ ছাড়া প্রকৃত আরোহের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, এ কারণে আরোহমূলক লম্ফকে আরোহের প্রাণ বলা হয়। আরোহে আমরা জানা থেকে অজানায় গমন করি অর্থাৎ দেখা ঘটনা থেকে অদেখা বিশেষ দৃষ্টান্তসমূহ প্রত্যক্ষ করি এবং তা থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি, এভাবে আমরা জানা থেকে অজানার উদ্দেশ্যে লম্ফ প্রদান করি, এই লম্ফ প্রদানে ঝুঁকি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তিবিদ মিল এবং বেইন মনে করেন যে, আরোহমূলক লম্ফ হচ্ছে আরোহের প্রাণ, যে অনুমানে এই বৈশিষ্ট্যটি নেই, সে অনুমান আরোহ নয়। আরোহ দু'টো পূর্ব অনুমানের উপর নির্ভর করে। যথা:-

① প্রাকৃতির রাজ্যের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, প্রথমেই এ সত্যটা স্বীকার করে না নিলে আরোহ জানা থেকে অজানায়, বিশেষ থেকে সার্বিক সিদ্ধান্তে আমরা যেতে পারি না, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে বিশ্বাসের ফলেই আমরা বিশেষ কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারি, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নিয়মের ভিত্তি

Scanned with CamScanner

আর্বিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার আগে অবশ্যই কার্যকারণ নিয়মের ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্পর্কটা আবিষ্কার করতে হবে।

(২) কার্যকারণ নিয়মের অর্থ হচ্ছে প্রতিটি ঘটনারই একটি বিশেষ কারণ আছে। সমস্ত ব্যাপারই কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। যেমন: কার্যকারণ নিয়মের ভিত্তিতেই আমরা 'মানুষ' ও 'মরণশীলতার' মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি। এর পরেই আমরা প্রকৃতির নিয়মানু-বর্তিতা নীতি আবিষ্কার করি। এর পরেই আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর ভিত্তি করে আরও অনুমান করতে পারি যে, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে জ্ঞান থেকে অজ্ঞানা অনুমান করা হয় তাই এটিকে প্রকৃত আরোহের প্রাণ বলা হয়। উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner